কালের কণ্ঠ

09 NOV 2013

৩ ৩

# ভর্তি পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতি বন্ধ করতে পারছে না প্রশাসন!

রফিকুল ইসলাম ▶

তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি চলছেই। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে যোগ হচ্ছে নিত্যনতুন কৌশল। মোবাইলে এসএমএস এমনকি ডিজিটাল ঘড়ির মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের ঘটনাও ঘটছে। আপাত অকল্পনীয় উপায়-পদ্ধতির এসব জালিয়াতি ঠেকাতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সর্বশেষ গতকাল শুক্রবারও 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের উত্তরসহ একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

জালিয়াতি ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ বন্ধ করলেও তাতে আশানুরূপ ফল মিলছে না। থামছে না জালিয়াতি। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর কিছু অসাধু শিক্ষক-কর্মচারীও এই চক্রকে অর্থের বিনিময়ে সহায়তা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ ও তেজগাঁওকেন্দ্রিক পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো এই চক্রের মূল টার্গেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ১ নভেম্বর। ওই পরীক্ষায় এসএমএসের মাধ্যমে জালিয়াত চক্রের কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। গতকাল 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ কেন্দ্রে এক পরীক্ষার্থী মুঠোফোন নিয়ে হলে প্রবেশের সময় নিরাপত্তারক্ষীরা তার মোবাইল ফোন জব্দ করে। ওই মোবাইল ফোনে প্রশ্নপত্রের উত্তর ছিল। পরে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফিসে জমা দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বেশির ভাগ জালিয়াতি সংঘটিত হয় কোচিং সেন্টারগুলোর মাধ্যমে। এসব জালিয়াতিতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের একটা অংশ জড়িত থাকারও অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একাধিক কর্মী থেকে শুরু করে হল শাখার শীর্ষ নেতারাও অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন।

গত চার বছরের ভর্তি পরীক্ষায় যতগুলো জালিয়াতির

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

**বেশি জালিয়াতি ঘটছে ক্যাম্পাসের বাইরের কেন্দ্রগুলোতে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ**

ঘটনা ঘটেছে কিংবা এসবের অভিযোগ পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই ঘটেছে ক্যাম্পাসের বাইরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। এসব কেন্দ্রের গার্ড, পিয়ন কিংবা কতিপয় শিক্ষকের অসাধুতায় মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করছে কেউ কেউ। বড় অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তাদের কয়েকজনকে হাতে নিয়ে আসছে জালিয়াতরা। প্রক্টর অফিসের হটলিস্টে রয়েছে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, তিতুমীর কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজ।

সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতিরা এবার টার্গেট করেছে ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও তেজগাঁও কলেজ কেন্দ্রকে। এ জন্য নেওয়া হয়েছে বিশাল পরিকল্পনা। আনা হয়েছে কয়েক শ ডিজিটাল হেডফোন। এসব হেডফোন অর্থের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীর কানে লাগানো থাকবে। প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর সে সেট কোড বললেই ওপাশ থেকে একে একে জানিয়ে দেওয়া হবে প্রশ্নোত্তর। এ জন্য প্রতি পরীক্ষার্থী থেকে নেওয়া হচ্ছে চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত।

হোতাদের শাস্তি না হওয়া, ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন আইন অকার্যকর এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের কতিপয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসাধুতায় প্রতি বছরই ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের অভাবে বেশির ভাগ সময়ই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। অধরা থেকে যাচ্ছে হোতারা।

২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় শৃঙ্খলা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট ভর্তিসহ সব ধরনের পরীক্ষায় মোবাইল ফোন বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ এখন পর্যন্ত ডিজিটাল জালিয়াতির বেশির ভাগই এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে আসছে। বাস্তবতা হলো, জালিয়াতি বন্ধে প্রশাসনের প্রস্তুতির যথেষ্টই ঘাটতি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক আমজাদ আলী এ ব্যাপারে বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।